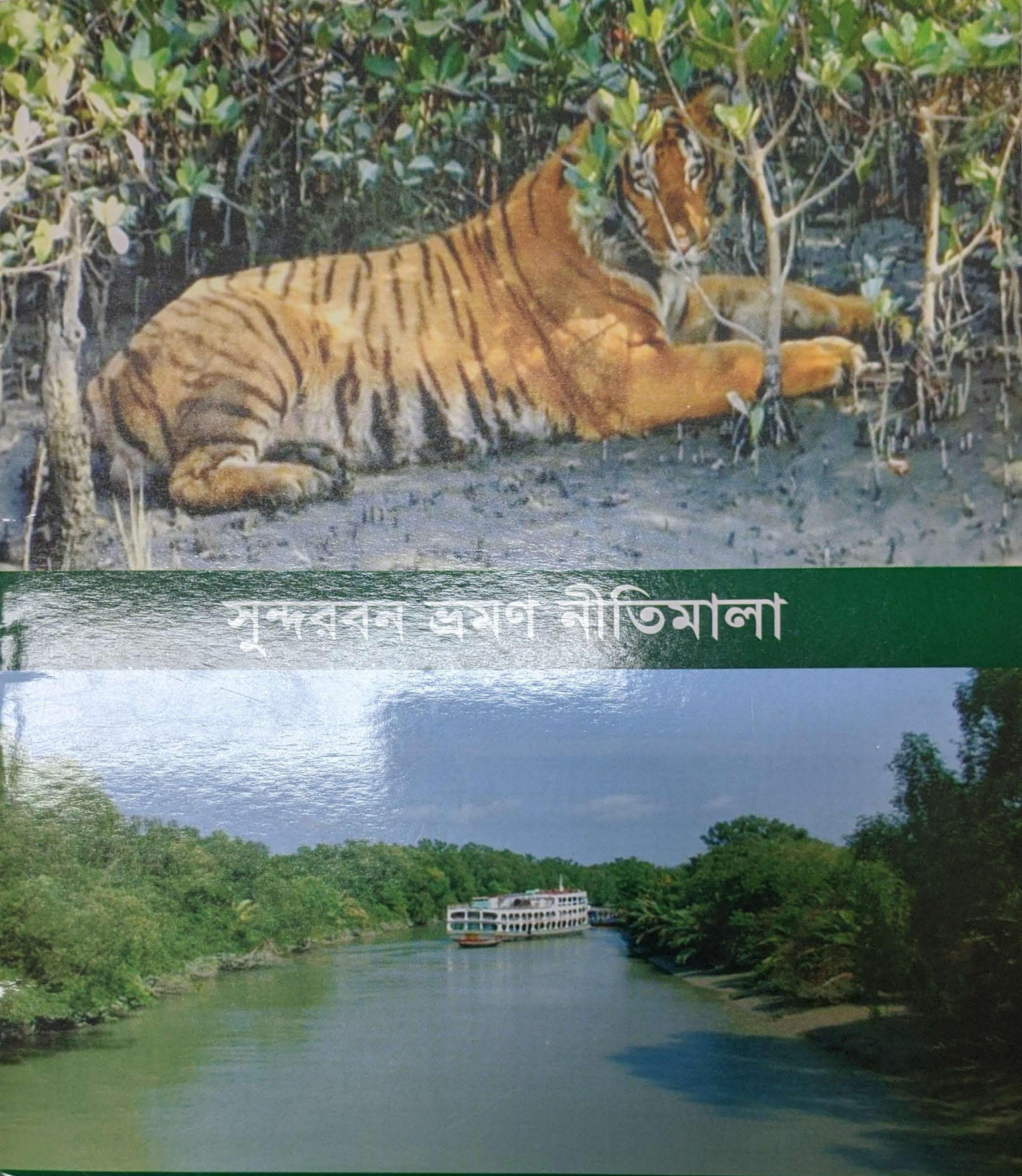

সুন্দরবন ভ্রমণ নীতিমালা

বন অধিদপ্তর

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



সুন্দরবন ভ্রমণ নীতিমালা

সম্পাদনায়

নির্মল কুমার পাল

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা

ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বিভাগ

খুলনা

জহির উদ্দিন আহমেদ

বিভাগীয় বন কর্মকর্তা

সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগ

খুলনা

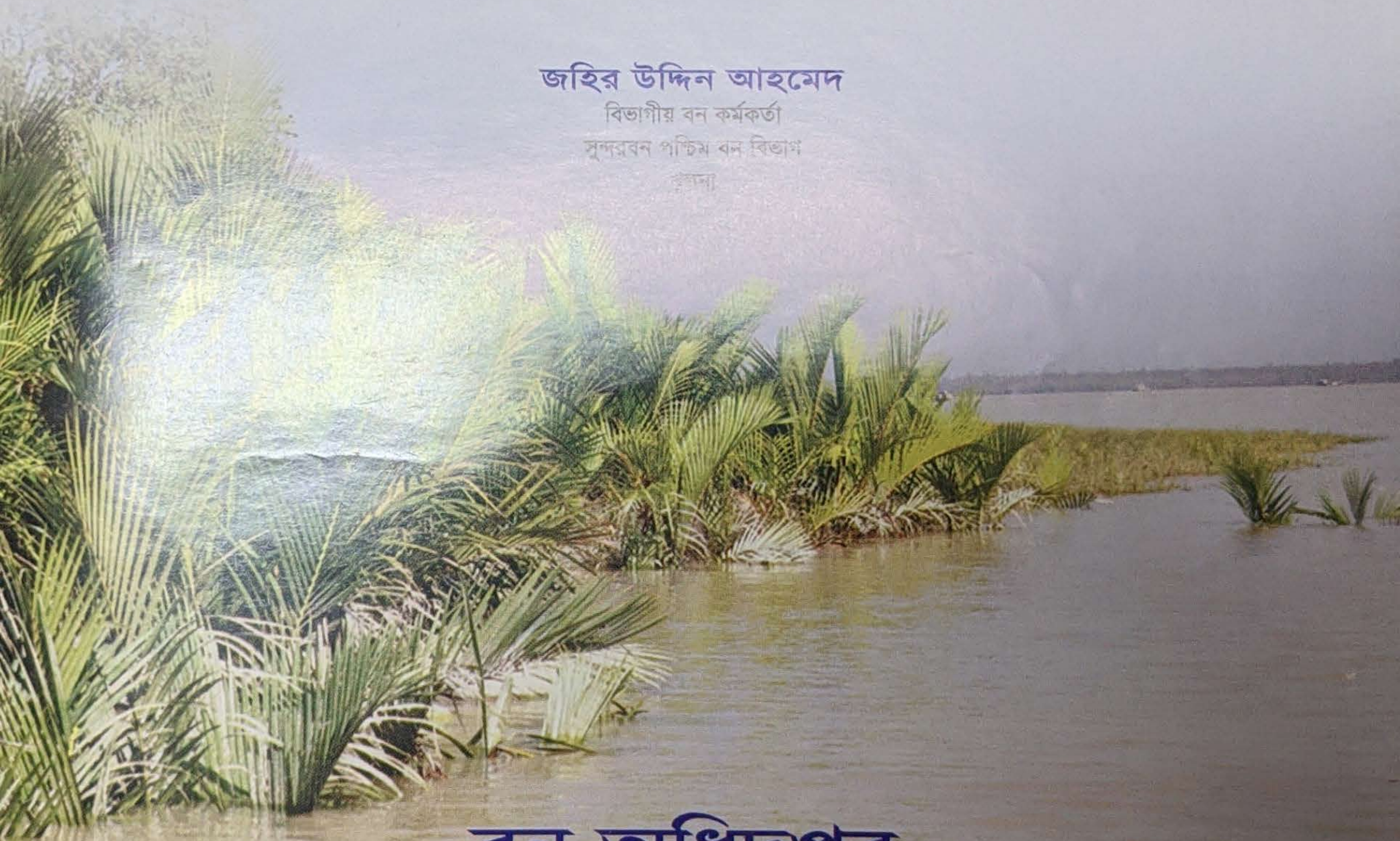

বন অধিদপ্তর

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জুলাই ২০১৪

সুন্দরবন ভ্রমণ নীতিমালা

প্রকাশক :
কার্তিক চন্দ্র সরকার
বন সংরক্ষক, খুলনা সার্কেল
বন ভবন, বয়রা, খুলনা

প্রথম প্রকাশ :
ডিসেম্বর, ২০১৪

অর্থায়নে :
সীল্‌স প্রকল্প
বয়রা, খুলনা-৯১০০

গ্রাফিক্স :
অংকুর
৬৫ সামসুর রহমান রোড, খুলনা

মুদ্রণ :
প্রচারণী প্রিন্টিং প্রেস
৬৫ সামসুর রোড, খুলনা
ফোন : ০৪১-৮১০৯৫৭

প্রাপ্তিস্থান :

- বন সংরক্ষকের কার্যালয়
  খুলনা সার্কেল, বন ভবন, বয়রা, খুলনা
- বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়
  সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগ, খুলনা
- বিভাগীয় বন কর্মকর্তার কার্যালয়
  সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগ, বাগেরহাট

মুখবন্ধ

বর্তমান সময়ে পর্যটন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম শিল্পে পরিণত হয়েছে। বিশ্বে মোট জিডিপির প্রায় নয় ভাগ পর্যটন শিল্প থেকে এলেও আমাদের দেশে আসে মাত্র দেড় শতাংশ। বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বন ব্যবস্থাপনার নতুন কৌশল হিসেবে বনজ দ্রব্য আহরণের পরিবর্তে তা সংরক্ষণ করে পরিবেশের ক্ষতিকর কার্বন শোষণ ও মজুদ বৃদ্ধি এবং প্রকৃতি পর্যটন শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে বন নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

সুন্দরবন বিশ্বের একক বৃহত্তম প্রাকৃতিক ম্যানগ্রোভ বন। বাংলাদেশের সরকারী মোট বনাঞ্চলের প্রায় অর্ধেক সুন্দরবন। সুন্দরবনের কোলাহল মুক্ত নির্মল পরিবেশ, অপরূপ নৈসর্গিক সৌন্দর্য, সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য, বনের ভেতরে অসংখ্য নদী ও খালে জোয়ার-ভাটার খেলা, প্রাকৃতিক পরিবেশ, বাঘ, হরিণ, কুমির, ডলফিন, বানর, শুকরসহ হাজারো পশুপাখীর অবাধ বিচরণ, স্থানীয় বনজীবি তথা বাওয়ালী, মৌয়ালী ও জেলেদের সংস্কৃতি উপভোগ করার জন্য প্রতি বছর হাজারো দেশী-বিদেশী পর্যটক সুন্দরবন ভ্রমণ করে। সুন্দরবনকে ১৯৯২ সালে "রামসার সাইট" এবং এর তিনটি অভয়ারণ্যকে ১৯৯৭ ইউনেস্কো কর্তৃক "বিশ্ব ঐতিহ্য এলাকা" ঘোষণার ফলে আন্তর্জাতিক অঙ্গণে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি হলেও সুন্দরবন একটি সংরক্ষিত বনাঞ্চল। সুন্দরবনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এলাকাকে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়েছে। অভয়ারণ্যের বাইরেও বন্যপ্রাণীদের অবাধ বিচরণ রয়েছে। পর্যটকদের নিরাপত্তা বিধান এবং বিকাশমান পর্যটন শিল্পের অতিরিক্ত চাপ সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্যকে যাতে ক্ষতি না করে তা নিশ্চিত করার জন্য সুন্দরবন ভ্রমণ নীতিমালা তৈরী করা হয়েছে। সুন্দরবন ভ্রমণের সময় সংশ্লিষ্ট সকলে এ নীতিমালা সঠিকভাবে মেনে চললে জীববৈচিত্র্য উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে না বলে আমি বিশ্বাস করি।

মোঃ ইউনুছ আলী
প্রধান বন সংরক্ষক
বাংলাদেশ।



সূচী :

ভূমিকা	০৫
সুন্দরবন ভ্রমণ নীতিমালা	০৬
নীতিমালার উদ্দেশ্য	০৬
সুন্দরবন ভ্রমণ নীতিমালার মূখ্য বিষয়	০৭
পর্যটকদের দায়িত্ব	০৮
ট্যুর অপারেটরদের দায়িত্ব	০৯
বন বিভাগের দায়িত্ব	১০
সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য আবেদনের ফরম	১১
অঙ্গীকারনামা	১২
সুন্দরবন ভ্রমণকারীদের বিদ্যমান ভ্রমণ কর ও অন্যান্য ফি এর নির্ধারিত রাজস্ব হার	১৩
সুন্দরবন ভ্রমণের অনুমতি প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা	১৫
সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য ভ্রমণ কর/ফি প্রদানের চালানের তালিকা	১৫
সুন্দরবন ভ্রমণের প্রচলিত রুট	১৬
রাসমেলায় গমনের প্রচলিত রুট	১৬





ভূমিকা

সুন্দরবন সংরক্ষণের অন্যতম লক্ষ্য হলো এর নির্মল প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য অক্ষুন্ন রাখা। সুন্দরবনের মধ্যে উচ্চ শব্দ, মানুষের অনিয়ন্ত্রিত চলাফেরা, পর্যটক সৃষ্ট আবর্জনা ইত্যাদি প্রাকৃতিক পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্থ করে ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। সুন্দরবন একটি জনবিচ্ছিন্ন প্রত্যন্ত এলাকা। এর সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থাও অপ্রতুল। এজন্য সুন্দরবন ভ্রমণের সময় দেশী-বিদেশী পর্যটকদের নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বাগ্রে চিন্তা করতে হয়। সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ দীর্ঘমেয়াদে টেকসই রেখে এর পর্যটন আকর্ষণ রক্ষা করতে সরকার সুন্দরবন ভ্রমণের নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

সুন্দরবন ভ্রমণের একটি পর্যটন নীতিমালা প্রণয়নের জন্য বন সংরক্ষক, খুলনা অঞ্চল, খুলনার কার্যালয়ে ১৪ ডিসেম্বর ২০১১ খ্রিঃ তারিখে স্থানীয় ট্যুর অপারেটর/মালিক প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়। বন অধিদপ্তরের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা ১৯ মার্চ ২০১২ খ্রিঃ তারিখে নীতিমালাটি পর্যালোচনা করেন এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করে অনুমোদনের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেন। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) জনাব এ এন সামসুদ্দিন আজাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ১০ জুলাই ২০১২ খ্রিঃ তারিখে সুন্দরবন ভ্রমণের খসড়া নীতিমালার উপর একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বন অধিদপ্তর হতে প্রেরিত খসড়া নীতিমালাটি সংশোধন এবং এতে ট্যুর অপারেটর, পর্যটক ও বন বিভাগের দায়িত্ব পৃথকভাবে সংযোজন করা হয়। এ খসড়া নীতিমালাটি সংশিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থার নিকট প্রেরণ করে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়। বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন; জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট; জেলা প্রশাসক, সাতক্ষীরা; জেলা প্রশাসক, খুলনা; বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা; নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, এফবিসিসিআই, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, ট্যুর অপারেটরস্ এসোশিয়েশন অব বাংলাদেশ, পরিবেশ অধিদপ্তর, মৎস ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়, র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব) এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে খসড়া নীতিমালার উপর মতামত প্রাপ্তির পর খসড়া নীতিমালাটি চূড়ান্তকরণের নিমিত্তে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব জনাব এম এ হান্নান খান সভাপতিত্বে ৩০ এপ্রিল ২০১৪ খিঃ তারিখে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সুন্দরবন ভ্রমণের ক্ষেত্রে জলযানের ধরণ, নিবন্ধন, আকার, দিনে ও রাতে পর্যটক বহন ক্ষমতা, বন অভ্যন্তরে অবস্থানের মেয়াদ ইত্যাদি বিষয় নির্ধারণের জন্য জনাব ফয়েজ আহম্মদ, যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে আহবায়ক করে একটি উপ-কমিটি এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত খসড়া নীতিমালা এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর ও সংস্থা থেকে প্রাপ্ত মতামতের সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সংশোধিত নীতিমালা প্রণয়নের জন্য জনাব আব্দুল্লাহ আল মোহসীন চৌধুরী, যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়কে আহবায়ক করে অপর একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ২ জুলাই ২০১৪ খ্রিঃ তারিখে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে সংশিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর ও সংস্থার প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় উপ কমিটি কতৃক প্রণীত সুন্দরবন ভ্রমণের খসড়া নীতিমালার উপর বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং খসড়া নীতিমালাটি প্রয়োজনীয় সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে সর্বসম্মতভাবে এ সুন্দরবন ভ্রমণ নীতিমালাটি চূড়ান্ত করা হয়।

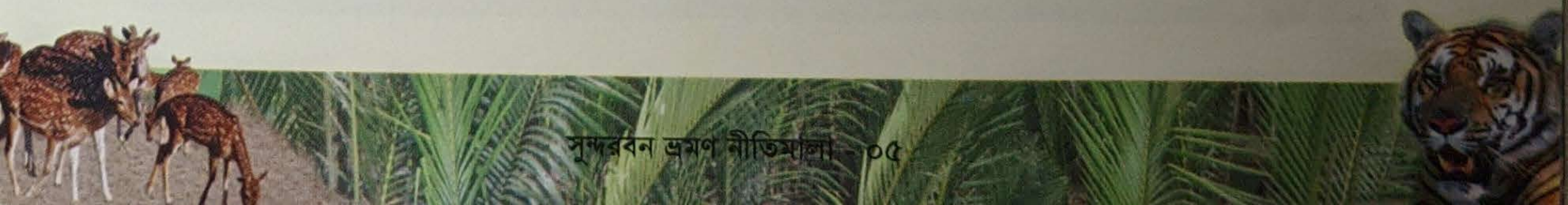

সুন্দরবন ভ্রমণ নীতিমালা

সুন্দরবন বিশ্বের একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল। এ বনের জীববৈচিত্র্য বিশ্বের যে কোন ম্যানগ্রোভ বনের তুলনায় অনেক বেশী সমৃদ্ধ। সুন্দরবনের ইকোসিস্টেমের উপর পার্শ্ববর্তী জনগোষ্ঠীর জীবন, জীবিকা ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড নির্ভরশীল। সমগ্র সুন্দরবনকে ১৯৯২ সালে রামসার সাইট (Ramsar Site) এবং সুন্দরবনের তিনটি অভয়ারণ্যকে ১৯৯৭ সালে ইউনেস্কো (UNESCO) কর্তৃক বিশ্ব ঐতিহ্য এলাকা (World Heritage Site) ঘোষণা করার ফলে আ ন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। সুন্দরবনের সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য, অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নির্মল ও কোলাহল মুক্ত পরিবেশ, অসংখ্যা নদ নদী ও খালের বিতৃতি, স্থানীয় বনজীবিদের মাছ, মধু ইত্যাদি সম্পদ আহরণের ঐতিহ্যবাহী কৌশল সমগ্র বিশ্বের ভ্রমণ পিয়াসু পর্যটকদের অন্যতম আকর্ষণে পরিণত হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সুন্দরবনের পর্যটক সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। দর্শনার্থীদের অপরিকল্পিত ও আকস্মিক ভ্রমণ বন্য প্রাণীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে এবং সুন্দরবনের পরিবেশ বিনষ্ট করছে।

সুন্দরবনের প্রাচীনতম ঐতিহ্য, মর্যাদা ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং সর্বোপরি সুন্দরবনের সৌন্দর্য অবলোকনে আগত পর্যটকদের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে দর্শনার্থীদের মাত্রাতিরিক্ত ভ্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা জরুরী।

বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষিতে অত্র নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

নীতিমালার উদ্দেশ্য ঃ

১. সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা।

২. সুন্দরবনে ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত এবং অপরিকল্পিত পর্যটন নিয়ন্ত্রণ করা ও পরিবেশ বান্ধব পর্যটনকে উৎসাহিত করা।

৩. পর্যটকদের নিরাপত্তা বিধান করে সুন্দরবন ভ্রমণকে উৎসাহিত করে তোলা।

৪. পর্যটনের মাধ্যমে সুন্দরবনের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন করা এবং বনজ সম্পদের উপর থেকে নির্ভরশীলতা হ্রাস করে তাদের জন্য বিকল্প আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৫. পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন, বাঘের আবাস ভূমি ও সমৃদ্ধতম জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে জনগণের শত বছরের কৃতিত্ব বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরা।

৬. সুন্দরবন সংলগ্ন জনগোষ্ঠীর প্রাচীনতম ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক মূল্যবোধ, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি এবং বৈচিত্র্যময় জীবনধারা বিশ্বের কাছে তুলে ধরা।



সুন্দরবন ভ্রমণ নীতিমালার মূখ্য বিষয় ঃ

১. পর্যটনের কারণে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ প্রক্রিয়া যাতে বিঘ্নিত হতে না পারে তার নিশ্চয়তা বিধানে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

২. সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক হালনাগাদ ফিটনেস সার্টিফিকেট এবং বি.আই.ডব্লিউ.টি.এ কর্তৃক নৌ চলাচলের অনুমতি ব্যতীত কোন পর্যটকবাহী জলযানকে সুন্দরবনে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না।

৩. সুন্দরবনে অবস্থান কালীন সময় জলযানে পর্যটকদের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য ও পানীয় মজুদ থাকতে হবে।

৪. সুন্দরবন ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য অক্ষুন্ন রেখে সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত আকারে সুন্দরবন ভ্রমণ অনুমোদন করা যাবে।

৫. সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য দর্শনার্থীদেরকে সরকার নির্ধারিত হারে ফি প্রদান করতে হবে। বন বিভাগের নির্ধারিত ষ্টেশনসমূহে উল্লিখিত ফি আদার করা হবে।

৬. সুন্দরবনের সীমান্তবর্তী এলাকার পর্যটন কেন্দ্র যেমন করমজল, মুন্সিগঞ্জ বা সমমানের এলাকা ব্যতীত সুন্দরবনের অভ্যন্তরে গমন এবং রাত্রি যাপনের জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তার পূর্ব অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

৭. অভয়ারণ্যসমূহে বন্যপ্রাণীর অবাধ বিচরণ, স্বাভাবিক আচরণ, প্রজনন, বংশ বৃদ্ধি, নিরাপত্তা, অপ্রাপ্ত বন্যপ্রাণীর লালন-পালন ইত্যাদি প্রক্রিয়াকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

৮. সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকার পর্যটক ধারণ ক্ষমতার মধ্যে পর্যটক সংখ্যা সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

৯. সুন্দরবন ভ্রমণের নূন্যতম ৩ দিন পূর্বে দায়িত্বপ্রাপ্ত বন কর্মকর্তার নিকট হতে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে। তবে বিদেশী পর্যটকদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে অবহিত করতে হবে।

১০. পর্যটনের মাধ্যমে সুন্দরবন নির্ভর জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি ও জীবন মানের উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

১১. সুন্দরবন ভ্রমণকালে প্রচলিত বন আইন, বন্যপ্রাণী আইনসহ সংশ্লিষ্ট বিধি এবং বনকর্মীদের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। যেখানে সেখানে ময়লা, শিকার ও অবস্থান করা যাবে না।

১২. বনাভ্যন্তরে অগ্নেয়াস্ত্র, ধারালো অস্ত্র, ফাঁদ, বিষ ইত্যাদি বহন করা যাবে না এবং মাছ বা বন্যপ্রাণী শিকার/ধরার সহায়ক কোন সরঞ্জাম বহন করা যাবে না।

১৩. সুন্দরবন ভ্রমণকালে কোন মাইক/মাইক্রোফোন জাতীয় শব্দযন্ত্র বহন করা যাবে না। বনের নির্জনতা বজায় রাখতে সহায়তা করতে হবে।

১৪. পর্যটকবাহী লঞ্চ চলাচলের জন্য নির্ধারিত রুট (Route) অনুসরণ করতে হবে।

১৫. সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য পর্যটক, ট্যুর অপারেটর এবং বন বিভাগকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকতে হবে।

১৬. সর্বোচ্চ ৫০ মিটার দৈর্ঘ্য পর্যন্ত দোতলা লঞ্চ/জলযান পর্যটকসহ সুন্দরবন ভ্রমণ করতে পারবে। লঞ্চের ব্রীজটি তৃতীয় তলায় থাকার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে তৃতীয় তলায় কোন কেবিন থাকবে না।

১৭. লঞ্চ/জলযানে দিনে সর্বোচ্চ ১৫০ জন পর্যটক বহন করা যাবে এবং রাত্রিকালীন অবস্থানের ক্ষেত্রে লঞ্চ/জলযানে সর্বোচ্চ ৭৫ জন পর্যটক বহন করা যাবে।

১৮. পর্যটকবাহী/লঞ্চ/জলযান সর্বোচ্চ চার রাত পাঁচ দিন পর্যন্ত সুন্দরবনে অবস্থান করতে পারবে। গবেষণার জন্য বন বিভাগের অনুমতি সাপেক্ষে নূন্যতম প্রয়োজন অনুযায়ী সুন্দরবনে অবস্থান করা যাবে।





পর্যটকদের দায়িত্ব ঃ

১. সুন্দরবন ভ্রমণের নূন্যতম ৩ দিন পূর্বে সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত বন কর্মকর্তার নিকট হতে সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করে অনুমতি গ্রহণ করা।

২. সুন্দরবনে প্রবেশের প্রাক্কালে অনুমতিপত্রে উল্লেখিত বন স্টেশনে লঞ্চ/জলযানসহ উপস্থিত হয়ে নির্ধারিত যাবতীয় রাজস্ব পরিশোধ করা। ভ্রমণ শেষে নির্দেশিত ষ্টেশনে পাশ সমর্পণ করা।

৩. সুন্দরবনে প্রবেশপথে বা অবস্থান/ভ্রমণকালে বনকর্মী বা আইন শৃঙ্খলা রক্ষকারী বাহিনীর সদস্য কর্তৃক পর্যটন সেবার মান যাঁচাই বা সুন্দরবনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় যাঁচাই কল্পে নৌযান পরিদর্শনকালে পূর্ণ সহযোগিতা করা।

৪. অভয়ারণ্য এলাকায় ভ্রমণের ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত পৃথক এন্ট্রি ফি প্রদান করা।

৫. সুন্দরবনে নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত অবস্থানের প্রয়োজন হলে নিকটস্থ বন কর্মকর্তার নিকট হতে যুক্তিসঙ্গত কারণ জানিয়ে অতিরিক্ত সময়ের জন্য নির্ধারিত ফি প্রদান সহ অনুমতি গ্রহণ করা। কোনভাবেই তা সর্বোচ্চ নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত হবে না।

৬. সুন্দরবনে প্রবেশ করার পর জলে/স্থলে কোনভাবেই কোন আবর্জনা না ফেলা এবং জলযানের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।

৭. বন বিভাগের পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত সুন্দরবনে রাত্রিযাপন না করা।

৮. সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ছাত্র/ছাত্রীদের হ্রাসকৃত রাজস্ব পরিশোধের সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্তৃক নিজস্ব প্যাডে ভ্রমণকারীদের তালিকাসহ দায়িত্বপ্রাপ্ত বন কর্মকর্তার অনুমতি গ্রহণ করা। প্রতি ৩০ জন ছাত্র/ছাত্রীর অভিভাবক হিসেবে নূন্যতম ০১ জন শিক্ষক নিযুক্ত রাখা।

৯. সুন্দরবন ভ্রমণকালে কর্তব্যরত বন কর্মচারীদের সাথে শোভনীয় আচরণ করা এবং দায়িত্বরত বন কর্মচারীর উপদেশমূলক নির্দেশনা প্রতিপালন করা।

১০. সুন্দরবন ভ্রমণের ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক থাকা। সুন্দরবনের জলে স্থলে বন্যপ্রাণীর অবাধ বিচরণ সম্পর্কে সচেতন থাকা।

১১. সুন্দরবনে দলছুট অবস্থায় একাকী চলাফেরা না করা, নদীতে সাঁতার, নদী বা খালের পানিতে অবতরণ না করা এবং গোসল করা ও সাঁতার কাটা থেকে বিরত থাকা।

১২. সুন্দরবনের প্রাণীকূল ভয় পেতে পারে কিংবা তাদের জীবন সংকটাপন্ন হতে পারে কিংবা জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকির সৃষ্টি হতে পারে এমন কোন কর্মকান্ড বা আচার-আচরণ থেকে বিরত থাকা।



ট্যুর অপারেটরদের দায়িত্ব ঃ

১. স্বাভাবিক মাত্রার অধিক শব্দ সৃষ্টিকারী, অতিরিক্ত/কালো ধোয়া উদগীরণকারী বা ত্রুটিপূর্ণ কোন জলযান পর্যটক পরিবহনে ব্যবহার থেকে বিরত থাকা এবং পর্যটকবাহী লঞ্চে বর্জ্য রাখার ব্যবস্থা রাখা।

২. পর্যটকদের সুন্দরবনে অবস্থানকালীন সময়ের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য ও পানীয় বনে প্রবেশের পূর্বেই জলযানে মজুদ রাখা।

৩. পর্যটকবাহী নৌযানে পর্যটক ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী পর্যাপ্ত প্রাথমিক চিকিৎসা, অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা ও লাইফ জ্যাকেটসহ অন্যান্য জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জামসহ মান সম্মত খাদ্য সরবরাহ এবং শয়ন ও বিশ্রামের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকা।

৪. পর্যটকবাহী লঞ্চে সৌর শক্তি ব্যবহারে সচেষ্ট থাকা। সুন্দরবনের অভ্যন্তরে শব্দ সৃষ্টিকারী জেনারেটর বহন থেকে বিরত থাকা। রাত ১০.০০ টার পর জলযানে ব্যবহৃত জেনারেটর বন্ধ রাখা।

৫. পর্যটকবাহী জলযানে কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কোন প্রকার জীবিত গরু/ছাগল/মহিষ/ভেড়া জাতীয় প্রাণী বা উল্লিখিত প্রাণীর মাংস বা রেড মিট বহন না করা।

৬. প্রতিটি জলযানের সাথে ছোট ইঞ্জিন/হস্তচালিত নৌকা/স্পিডবোট বহন করা এবং মূল জলযান/লঞ্চ থেকে ছোট নৌকা/স্পিডবোটে নিরাপদে উঠানামার জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা নিশ্চিত করা।

৭. প্রতিটি পর্যটকবাহী জলযানে নূন্যতম ১ জন প্রশিক্ষিত ট্যুর গাইড এবং ৪০ জনের অধিক পর্যটকের জন্য নূন্যতম ২ জন প্রশিক্ষিত ট্যুর গাইড রাখার ব্যবস্থা করা।

৮. সুন্দরবন ভ্রমণকালীন বনের বিভিন্ন স্থাপনা (জেটি, পন্টুন, ওয়াচ টাওয়ার, বিশ্রামাগার, ফুট ট্রেইল ইত্যাদি) ব্যবহারের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে ফি প্রদান করা।

৯. সুন্দরবনে প্রবেশ ও নির্গমন কালে নির্ধারিত ষ্টেশনে উপস্থিত হয়ে প্রয়োজনীয় অনুমতি পত্র প্রদর্শন ও সরকারী রশিদ এর বিপরীতে রাজস্ব / ফি পরিশোধ করা।

১০. পর্যটকবাহী জলযানে বন বিভাগ কর্তৃক নিয়োগকৃত নিরাপত্তারক্ষীদের জন্য পৃথক কক্ষের ব্যবস্থা রাখা। নিরাপত্তারক্ষীর কক্ষে কোনো পর্যটক প্রবেশ/অবস্থান না করার বিষয় নিশ্চিত করা।

১১. সুন্দরবন প্রবেশ পাস বা প্রবেশের পর যে কোন স্থানে বনকর্মী/আইন শৃংঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃক জলযান তল্লাশীকালে পূর্ণ সহযোগিতা করা।

১২. সুন্দরবনের যেখানে সেখানে নোঙ্গর করে লঞ্চ/জলযান নোঙর না করা। পর্যটকবাহী মূল জলযান বন বিভাগের ব্যবহারের জন্য স্থাপিত জেটি বা পন্টুনের সাথে বাঁধা থেকে বিরত থাকা।

১৩. বনাভ্যন্তরে রাত্রিকালীন অবস্থানের ক্ষেত্রে পর্যটকের সংখ্যা সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত রাত্রিকালীন ধারন ক্ষমতা বা ৭৫ জন (যেটি কম) এর অধিক না রাখা।

১৪. সুন্দরবনে নির্ধারিত সময়ের অতিরিক্ত অবস্থানের প্রয়োজন হলে নিকটস্থ বন কর্মকর্তার নিকট হতে যুক্তিসঙ্গত কারণ জানিয়ে অতিরিক্ত সময়ের জন্য নির্ধারিত ফি প্রদান সহ অনুমতি গ্রহণ করা। তবে কোনভাবেই তা সর্বোচ্চ সময়সীমার অধিক হবে না।

১৫. বন অপরাধ সংঘটিত হতে দেখা গেলে বা আলামত পাওয়া গেলে নিকটস্থ বন অফিসে তা অবহিত করা এবং অপরাধ/দুর্ঘটনা উদঘাটন বা প্রতিরোধে বন কর্মীদেরকে সহযোগিতা করা।

১৬. সুন্দরবন ভ্রমণে অনুসরণীয় বিষয় এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে পর্যটকদের অবহিত করা।

১৭. আবহাওয়া ও জোয়ার ভাটার সময়সূচী অনুসরণ করে পর্যটকদের নিরাপত্তার প্রতি সতর্ক রাখা।

১৮. বন কর্মীদের অবহিত না করে পর্যটকদেরকে ছোট নৌকা, স্পীডবোট ইত্যাদি যোগে বা পদব্রজে সুন্দরবনের যত্র-তত্র ভ্রমণে বিরত থাকা।

১৯. অনুমতিপ্রাপ্ত নির্ধারিত রুটের বাহিরে ভ্রমণ না করা।

২০. সুন্দরবনে অবস্থান কালীন সময় বন বিভাগের কোন স্থাপনার ক্ষতি করা হলে তার জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়া।

২১. সুন্দরবনের প্রাণীকূল ভয় পেতে পারে কিংবা তাদের জীবন সংকটাপন্ন হতে পারে কিংবা জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকির সৃষ্টি হতে পারে এমন কোন কর্মকান্ড বা আচার-আচরণ থেকে বিরত থাকা।

বন বিভাগের দায়িত্ব ঃ

১. সুন্দরবনে ভ্রমণের জন্য প্রাপ্ত আবেদনের বিষয়ে ১ দিনের (২৪ ঘন্টা) মধ্যে সিদ্ধান্ত প্রদান করা।

২. সরকারী ছুটি বা সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ভ্রমণকারীদের অনুমতি প্রদানের বিষয়ে সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত আবেদনপত্র গ্রহণ ও অনুমতি পত্র ইস্যুর ব্যবস্থা করা।

৩. সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য প্রবেশ ফি, জলযান রেজিস্ট্রেশন ফি ও অন্যান্য যে কোন ধরণের আদায়যোগ্য ফি এর একটি তালিকা বিভাগীয় দপ্তরে এবং পর্যটকদের প্রবেশ পথের ষ্টেশনে প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখা।

৪. সুন্দরবনের বিভিন্ন স্পটে কতগুলো লঞ্চ/জলযান অবস্থান অনুমোদনযোগ্য তা নির্ধারণ করে যথাযথ প্রচারের ব্যবস্থা করা।

৫. পর্যটকগণ যাতে নির্বিঘ্নে ভ্রমণ সম্পন্ন করতে পারে সে বিষয়ে ট্যুর অপারেটর ও পর্যটকদের সহযোগীতা করা।

৬. সুন্দরবনে দর্শনীয় স্থানসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণী ও রুট ম্যাপ সম্বলিত বুকলেট পর্যটকদের প্রদান করা (মজুদ থাকা সাপেক্ষে)।

৭. প্রবেশ ফি আদায় এবং কোন কারণে জলযান তল্লাশীকালে যাতে পর্যটকগণ অযথা হয়রানীর সম্মুখীন না হন সে বিষয়টি নিশ্চিত করা।

৮. প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণ অঞ্চলে/জায়গায় সুন্দরবনে ভ্রমণকালে করণীয় ও নিষিদ্ধ বিষয় সম্পর্কে পর্যটকদের সতর্কতা মূলক নির্দেশনা (ইংরেজী ও বাংলায়) প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখা।

৯. বন আইন, ১৯২৭ বা বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিধি/নীতিমালা পরিপন্থী কার্যক্রম প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং যথাযথভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা।

১০. নীতিমালার যে কোন শর্ত ভঙ্গের জন্য ভ্রমণের সাথে সংশ্লিষ্ট লঞ্চ/জলযানের সুন্দরবনে ভ্রমণের রেজিস্ট্রেশন বাতিল বা জরিমানা আদায় করা।

১১. অভিযোগ দাখিলের জন্য প্রতিটি স্টেশনে অভিযোগ বাক্স স্থাপনের ব্যবস্থা করা। পর্যটকদের নিকট হতে বন কর্মীর আচরণ বিষয়ে কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে বিভাগীয় বন কর্মকর্তা কর্তৃক ৭ (সাত) দিনের মধ্যে তদন্ত পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি নিশ্চিত করা।

১২. আপদ ও দূর্যোগকালীন সময়ে যথা সাইক্লিক ঝড়, আকস্মিক দুর্ঘটনা, ভুলপথে চালিত নৌযানকে সম্ভাব্য সহযোগীতা প্রদান করা।

১৩. সুন্দরবন ভ্রমণের রুট নির্ধারণ করা এবং তা ব্যাপকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা।



সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য আবেদনের ফরম

১. আবেদনের তারিখ ঃ

২. ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নাম ঃ

৩. মালিকের নাম ঃ

৪. মালিকের পক্ষে আবেদনকারীর নাম ও পদবী ঃ

৫. ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ঃ

৬. ই-মেইল ঃ

৭. ওয়েবসাইট ঃ

৮. মোবাইল নম্বর ঃ

৯. টেলিফোন নম্বর ঃ

১০. জলযানের বিবরণ ঃ

১১. বন বিভাগ কর্তৃক জলযানের নিবন্ধন নম্বর ঃ

১২. সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক মূল রেজিস্ট্রেশন ও হালদাগাদ ফিটনেস সার্টিফিকেট এবং বি.আই.ডব্লিউ.টি.এ. এর অনুমতি পত্রের সত্যায়িত কপি ঃ

১৩. মূল জলযানের সাথে নেয়া ডিঙ্গি/ট্রলার/স্পিডবোটের সংখ্যা ও বিবরণ ঃ

১৪. ক্রুর সংখ্যা (নাম ও ন্যাশনাল আইডি-এর কপি) ঃ

১৫. ভ্রমণকারীদের তালিকা ঃ

১৬. বাংলাদেশী (নাম, পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা ও জন্ম তারিখ) ঃ

১৭. বিদেশী (নাম, পাসপোর্ট নম্বর, জন্ম তারিখসহ পাসপোর্টের ফটোকপি) ঃ

১৮. ভ্রমণের তারিখ ঃ ক) শুরু .....
খ) শেষ .....

১৯. ভ্রমণের নির্ধারিত রুট ঃ

২০. অভয়ারণ্যের নাম ও অবস্থানের তারিখ ঃ

২১. যে স্টেশনে রাজস্ব প্রদান করতে ইচ্ছুক ঃ

২২. ট্যুর গাইডের নাম, ঠিকানা ও বন বিভাগ কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন নম্বর (যদি থাকে) ঃ

২৩. ছাত্র-ছাত্রীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের নিজস্ব প্যাডে ছাত্র-ছাত্রীদের নাম ঠিকানাসহ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক প্রদত্ত পৃথক তালিকা) ঃ সংযুক্ত করা হয়েছে/সংযুক্ত করা হয়নি

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

অঙ্গীকারনামা

এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য আবেদনের ফরম এ প্রদত্ত সকল তথ্য সঠিক। কোনো তথ্য গোপন করা হয়নি। সরকার কর্তৃক সুন্দরবনে ভ্রমণের জন্য প্রণীত নীতিমালার সকল শর্তাবলী মেনে চলতে বাধ্য থাকব।

(স্বাক্ষর)
নাম ও ঠিকানা

অফিস কর্তৃক পূরণীয়

নিরাপত্তা সেন্ট্রির নাম	নম্বর	দায়িত্বপ্রাপ্ত বন কর্মকর্তার অফিসের পারমিটের স্মারক নম্বর ও তারিখ
১।		
২।		

অফিস প্রধানের স্বাক্ষর
নাম ও পদবী

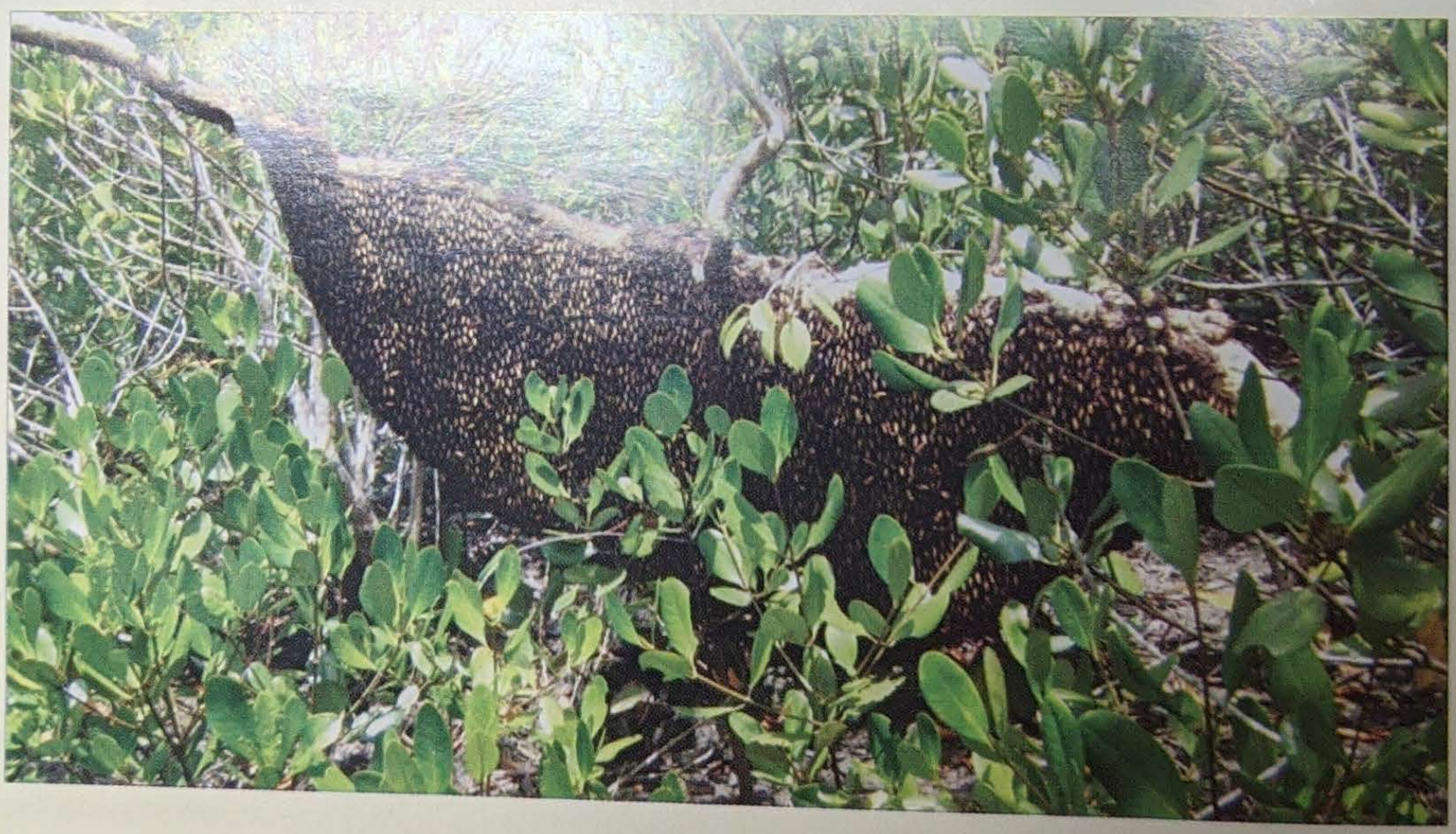

সুন্দরবন ভ্রমণকারীদের বিদ্যমান ভ্রমণ কর ও অন্যান্য ফি এর নির্ধারিত রাজস্ব হার

(পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং- পবম/বঃশাঃ-১/২০/২০১১/৩১ তারিখ- ১৬ জানুয়ারী, ২০১৩ খ্রি:)

ক) যানবাহনের নিবন্ধন ফি ঃ

ক্রমিক নং	যানবাহনের প্রকার	যানবাহনের আকৃতি	নির্ধারিত কর/ফি	
			নিবন্ধন (এককালীন)	নবায়ন (এক বছরের জন্য)
(১)	হেলিকপ্টার/সীপ্লেন	প্রচলিত আকৃতির	৩০,০০০/-	১০,০০০/-
(২)	লঞ্চ/ ট্রলার/ স্পীডবোট/বোট	(ক) লঞ্চ ১০০ ফুটের উর্ধ্বে লঞ্চ ৫০ হতে ১০০ ফুট পর্যন্ত লঞ্চ ৫০ ফুটের নিচে	১৫,০০০/- ১০,০০০/- ৭,৫০০/-	৪,০০০/- ৩,০০০/- ২,৫০০/-
		(খ) ট্রলার	৩,০০০/-	১,৫০০/-
		(গ) স্পীডবোট	৫,০০০/-	২,০০০/-
		(ঘ) জালী বোট (টুরিস্ট বোট)	২,০০০/-	১,০০০/-

খ) প্রমোদ ভ্রমণের জন্য ব্যবহৃত যানবাহন ফি ঃ

ক্রমিক নং	ফি এর প্রকার	যানবাহনের প্রকার	নির্ধারিত কর/ফি	
			নিবন্ধনকৃত	অনিবন্ধনকৃত
(১)	প্রবেশ ফি (প্রতি ট্রিপ)	হেলিকপ্টার/সীপ্লেন	২০,০০০/-	৫০,০০০/-
		(ক) লঞ্চ ১০০ ফুটের উর্ধ্বে লঞ্চ ৫০ হতে ১০০ ফুট পর্যন্ত লঞ্চ ৫০ ফুটের নিচে	১,০০০/- ৮০০/- ৫০০/-	৪,০০০/- ৩,০০০/- ২,০০০/-
		(খ) ট্রলার	৩০০/-	১,৫০০/-
		(গ) দেশী নৌকা	১০০/-	২০০/-
		(ঘ) স্পীডবোট	২,০০০/-	৪,০০০/-
		(ঙ) স্পীডবোট (মাদার ভেসেলের সঙ্গে)	৫০০/-	১,০০০/-
		(চ) জালী বোট (টুরিস্ট বোট)	২০০/-	৪০০/-
(২)	অবস্থান ফি প্রতিদিন (ভ্রমণের দিনে ফেরৎ আসলে প্রযোজ্য নয়)	(ক) প্রতি লঞ্চ	৩০০/-	৫০০/-
		(খ) ট্রলার, স্পীডবোট, দেশী নৌকা (শুধুমাত্র মাদার ভেসেলের সঙ্গে)	২০০/-	৩০০/-

গ) পর্যটকদের ভ্রমণ ফি ও অন্যান্য ফি (অভয়ারণ্য ব্যতীত) ঃ

ক্রমিক নং	ফি এর প্রকার	ভ্রমণকারীর বিবরণ		নির্ধারিত কর/ফি
(১)	ভ্রমণ ফি	(ক) পর্যটক (প্রতিজন প্রতিদিন) (অভয়ারণ্য ব্যতীত সমগ্র সুন্দরবনের ভিতরে)	দেশী	৭০/-
			বিদেশী	১,০০০/-
			অপ্রাপ্ত বয়স্ক (১২ বছরের নিচে)	১৫/-
		(খ) পর্যটক (প্রতিজন প্রতিদিন) (করমজল ও উহার সমমান পর্যন্ত)	দেশী	২০/-
			বিদেশী	৩০০/-
			দেশী (অপ্রাপ্ত বয়স্ক ১২, বছরের নিচে)	১০/-
		(গ) ছাত্র/ছাত্রী (প্রতিজন প্রতিদিন)	দেশী	২০/-
		(ঘ) গবেষক (প্রতিজন প্রতিদিন)	দেশী	৪০/-
			বিদেশী	৫০০/-
(২)	লঞ্চ ক্রু শুধুমাত্র অনিবন্ধিতদের ক্ষেত্রে (প্রতিজন প্রতিদিন)			৭০/-
(৩)	গাইড নিবন্ধিত/অনিবন্ধিত (প্রতিজন প্রতিদিন)			৫০০/-
(৪)	নিরাপত্তা গার্ড ফি প্রতিদিনের জন্য (কমপক্ষে দুই জন)			৩০০/-
(৫)	টেলিকমিউনিকেশন ফি প্রতি ট্রিপ (প্রতি জলযানের জন্য, সুযোগ সরবরাহ করা হলে)			২০০/-
(৬)	ভিডিও ক্যামেরা ফি		দেশী পর্যটকদের জন্য (প্রতি ক্যামেরা প্রতিদিন)	২০০/-
			বিদেশী পর্যটকদের জন্য (প্রতি ক্যামেরা প্রতিদিন)	৩০০/-
(৭)	তথ্য কেন্দ্রে প্রবেশ ফি (প্রতিবার প্রতিজন)			১০/-

ঘ) অভয়ারণ্য এলাকায় পর্যটকদের ভ্রমণ ফি (কটকা/কচিখালী/নীলকমল/হিরণপয়েন্ট) ঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	নির্ধারিত কর/ফি
(১)	দেশী পর্যটক (প্রতিজন প্রতিদিন)	১৫০/-
(২)	দেশী ছাত্র/ছাত্রী (প্রতিজন প্রতিদিন)	৩০/-
(৩)	বিদেশী পর্যটক (প্রতিজন প্রতিদিন)	১,৫০০/-
(৪)	অপ্রাপ্ত বয়স্ক (১২ বছরের নিচে) (প্রতিজন প্রতিদিন)	১০/-

ঙ) রাস পূর্ণিমা উপলক্ষে তীর্থ যাত্রার ফি ঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	নির্ধারিত কর/ফি
(১)	তীর্থ যাত্রী প্রতিজন (তিন দিনের জন্য প্যাকেজ)	৫০/-
(২)	অনিবন্ধনকৃত ট্রলার প্রতিটি (তিন দিনের জন্য প্যাকেজ)	৮০০/-
(৩)	নিবন্ধনকৃত ট্রলার প্রতিটি (তিন দিনের জন্য প্যাকেজ)	২০০/-
(৪)	অবস্থান ফি (প্রতি ট্রলার প্রতিদিন)	২০০/-

চ) সুন্দরবনের অভ্যন্তরে অবস্থিত বিশ্রামাগারের ভাড়া ঃ

ক্রমিক নং	বিশ্রামাগারের বিবরণ	ভ্রমণকারী/পর্যটকের প্রকার	নির্ধারিত কর/ফি	
			প্রতি কক্ষ	সম্পূর্ণ
(১)	কটকা বিশ্রামাগার	(ক) দেশী (প্রতিদিন)	২,০০০/-	৪,০০০/-
		(খ) বিদেশী (প্রতিদিন)	৫,০০০/-	১০,০০০/-
(২)	কচিখালী বিশ্রামাগার	(ক) দেশী (প্রতিদিন)	৩,০০০/-	১০,০০০/-
		(খ) বিদেশী (প্রতিদিন)	৫,০০০/-	১৫,০০০/-
(৩)	নীলকমল বিশ্রামাগার	(ক) দেশী (প্রতিদিন)	৩,০০০/-	১২,০০০/-
		(খ) বিদেশী (প্রতিদিন)	৫,০০০/-	২০,০০০/-

সুন্দরবন ভ্রমণের অনুমতি প্রদানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

১। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগ, খুলনা। ফোন ঃ (০৪১) ৭২০৬৬৫, ই-মেইল ঃ zahirfd84@yahoo.com

২। বিভাগীয় বন কর্মকর্তা
সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগ, বাগেরহাট। ফোন ঃ (০৪৬৮) ৬৩১৯৭, ই-মেইল ঃ amirhdfo@yahoo.com

বিঃদ্রঃ সুন্দরবনের করমজল, হারবাড়ীয়া, কলাগাছিয়া ও কোবাদকী পর্যটন কেন্দ্রে একদিনের ভ্রমণের জন্য পূর্ব অনুমতির প্রয়োজন হয় না।

সুন্দরবন ভ্রমণের জন্য ভ্রমণ কর/ফি প্রদানের ষ্টেশনের তালিকা

বন বিভাগ	রেঞ্জ	রাজস্ব প্রদানের ষ্টেশন
১। সুন্দরবন পশ্চিম বন বিভাগ, খুলনা		১) খুলনা ফরেষ্ট ষ্টেশন, তালিমপুর
	খুলনা	১) কাশিয়াবাদ ২) বানিয়াখালী ৩) নলিয়ান ৪) কালাবগী ৫) সুতারখালী
	সাতক্ষীরা	১) কৈখালী ২) কদমতলা ৩) বুড়িগোয়ালিনী ৪) কোবাদক
২। সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগ, বাগেরহাট	চাঁদপাই	১) ঢাংমারী ২) চাঁদপাই ৩) জিউধারা ৪) ধানসাগর
	শরণখোলা	১) শরণখোলা ২) বগী ৩) সুপতি

সুন্দরবন ভ্রমণের প্রচলিত রুট

জেলা	রুট	সম্ভাব্য ভ্রমণের সময়
১। খুলনা ও বাগেরহাট	১) মংলা-করমজল-হারবাড়ীয়া-মংলা	১ দিন
	২) মংলা-হারবাড়ীয়া-হিরণপয়েন্ট-দুবলা-মংলা	১-২ দিন
	৩) মংলা-ঢাংমারী-সুপতি-কচিখালী-কটকা- মংলা	২-৩ দিন
	৪) মংলা-ঢাংমারী-সুপতি-কচিখালী-কটকা-দুবলা-হিরণপয়েন্ট (নীলকমল)-হারবাড়ীয়া-মংলা	৩-৪ দিন
২। পিরোজপুর	৫) সুপতি-কচিখালী-কটকা-সুপতি	২-৩ দিন
	৬) সুপতি-কচিখালী-কটকা-দুবলা-হিরণপয়েন্ট (নীলকমল)-সুপতি	৩-৪ দিন
৩। সাতক্ষীরা	১) মুন্সীগঞ্জ-দোবেকী-কলাগাছিয়া-বুড়িগোয়ালিনী/মুন্সীগঞ্জ	১ দিন
	২) বুড়িগোয়ালিনী-দোবেকী-কাগাদোবেকী-হিরণপয়েন্ট-বুড়িগোয়ালিনী/মুন্সীগঞ্জ	১-২ দিন

রাসমেলায় গমনের প্রচলিত রুট

১। বুড়িগোয়ালিনী/কোবাদক থেকে বাটুলা নদী, বল নদী, পাটকোষ্টা খাল ও হংসরাজ নদী হয়ে দুবলা।

২। কদমতলা থেকে ইছামতি ও দোবেকী হয়ে আড়পাঙ্গাসিয়া, অতঃপর কাগাদোবেকী হয়ে দুবলা।

৩। কৈখালী থেকে মাদার গাং, খোপড়াখালী ভারানী ও দোবেকী হয়ে আড়পাঙ্গাসিয়া, অতঃপর কাগাদোবেকী হয়ে দুবলা।

৪। কয়রা থেকে কাশিয়াবাদ, খাসিটানা ও বজবজা হয়ে আড়পাঙ্গাসিয়া, অতঃপর শিবসা ও মরজাত নদী হয়ে দুবলা।

৫। নলিয়ান থেকে শিবসা ও মরজাত নদী হয়ে দুবলা।

৬। ঢাংমারী/চাঁদপাই থেকে তিনকোনা খাল হয়ে দুবলা।

৭। বগী থেকে বলেশ্বর, সুপতি, কচিখালী, কটকা হয়ে দুবলা।

৮। শরণখোলা/সুপতি থেকে শেলার চর হয়ে দুবলা।



Sundarbans Reserved Forests, Bangladesh



LEGEND

- Sundri
- Sundri Gewa
- Sundri Passur
- Sundri Passur Kankra
- Gewa
- Gewa Mathal (coppice)
- Gewa Goran
- Gewa Sundri
- Goran
- Goran Gewa
- Passur Kankra
- Passur Kankra Baen
- Baen
- Keora
- Grass and Bare Ground
- Tree Plantation
- Sandbar

- Range Office
- Stations
- Patrol Post
- 45 Compartment

10 0 10 Kilometers

Scale 1: 500 000

N

DATA SOURCE:
RIMS Unit
Forest Department, Bangladesh

Date: November 21, 2007


WORLD HERITAGE SITE বিশ্ব ঐতিহ্য স্থানের PATRIMOINE MONDIAL
THE SUNDARBANS WORLD HERITAGE SITE
শেখ হাসিনা
SHEIKH HASINA
UNESCO







